সংবাদ

তারিখ 09 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

পুরনো কারাগারের জমি চায় জবি : আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, জবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) হল আন্দোলকারীদের সঙ্গে শিক্ষকদের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের চাপে গতকাল জরুরি একাডেমিক সভা আহ্বান করেন জবি ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। সভায় সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধমে প্রদানের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

এ বিষয়ে ড. মীজানুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে সাবেক কারাগারের জমি চেয়ে সরকারের কাছে পুনরায় আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল। জমি পাওয়া গেলে, সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতার নামে জাদুঘর, গবেষণা কেন্দ্র এবং আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতাদের স্মরণে যে কোন কর্মসূচি পালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভালোভাবে করতে পারবে বলে তিনি আশা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনকারীরা জানান, সোমবার সকাল ৯টায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী চকবাজারের সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমিতে হল নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন জবির কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। মিছিল নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ঘুরে প্রধান ফটকের দিকে যান। সেখানে আগে থেকে অবস্থান নেয়া পুলিশ শিক্ষার্থীদের বাধা দেন। এতে শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

এ সময় জবির প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদের নেতৃত্বে সহকারী প্রক্টর মোস্তফা কামাল, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. নূরে আলম আবদুল্লাহ, প্রধান প্রকৌশলী সুকুমার সাহা এবং প্রক্টর অফিসের কর্মকর্তা কাজী মনির শিক্ষার্থীদেরকে প্রধান ফটক খুলে দিতে বলেন। এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে চান। শিক্ষার্থীরা তাদের কথা না শুনলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এক পর্যায়ে প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ রুহুল আমীন নামে এক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর কলার চেপে ধরে চড়-থাপ্পড় মারেন

পুরনো : পৃষ্ঠা ১৬ ক : ৪

পুরনো : কারাগারের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এবং তাকে শিবিরের অভিযোগ দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দেন। এ সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ সময় ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন অন্যান্য শিক্ষকরাও। শিক্ষার্থীদের মাইক বহনকারী রিকশাচালককে মারধর করে মাউথ স্পিকার ভেঙে ফেলেন কাজী মনির রুহুল মোমেন বলেন, প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ তাকে মারধর করে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে ফটক খুলে দেয়ার কথা বললে তাঁরা শিক্ষকদের ওপর ধেয়ে আসে। এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে শিক্ষকদের ধাক্কাধাক্কি হয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী শিবিরের কর্মী। তারা আরও বেশি ঝামেলা করছে। তবে আজ (মঙ্গলবার) থেকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে কোন ধরনের বাধা দেবে না প্রক্টরিয়াল বডি। কোতোয়ালি থানার ওসি আবুল হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশে এবং নিরাপত্তার খাতিরে শিক্ষার্থীদেরকে ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে দেয়া হয়নি।